অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনার লক্ষ্যে বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ পরিচালনা করে আসছে। বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত শুমারিসমূহের মধ্যে জনশুমারি ও গৃহগণনা, কৃষি শুমারি এবং অর্থনৈতিক শুমারি উল্লেখযোগ্য। দেশের ১ম অর্থনৈতিক শুমারি ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০০১ ও ২০০৩ সালে দুটি পর্যায়ে ২য় অর্থনৈতিক শুমারি এবং ২০১৩ সালে ৩য় অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালে দেশের ৪র্থ অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সময়োপযোগী ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৪ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্যাবলেটের মাধ্যমে Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতিতে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দেশে অবস্থিত কৃষি বহির্ভূত সকল ধরনের আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক ইউনিট/অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত খানা ও বাণিজ্যিক সকল কৃষি খামার অর্থনৈতিক শুমারির আওতাভুক্ত হবে। দেশের ৪র্থ অর্থনৈতিক শুমারির চূড়ান্ত তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম ১০-২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত (১৬ ও ২৫ ডিসেম্বর ব্যতীত) মোট ১৫ দিন দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে। শুমারির সামগ্রিক কার্যক্রম ৩টি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হবে। যাথা: (১) শুমারির প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, (২) মূল শুমারি কার্যক্রম এবং (৩) শুমারি পরবর্তী অন্যান্য কার্যক্রম।

অর্থনৈতিক শুমারির উদ্দেশ্য:

- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন উপখাতের হিসাব নিরূপণ ও হালনাগাদ বেঞ্চমার্ক তথ্য সরবরাহ করা;
- পল্লী ও শহর এলাকার শিল্প এবং সেবা খাতে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ডাইরেক্টরি প্রস্তুত করা;
- দেশের বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিরূপণ করা;
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের শিল্পগত শ্রেণিবিন্যাস, কর্মরত জনবলের সংখ্যা ও মালিকানার ধরন, উৎপাদিত পণ্য ও সেবার শ্রেণিবিন্যাস, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পন্ন
- পুরুষ-মহিলাভেদে পূর্ণকালীন, খন্ডকালীন, অবৈতনিক পারিবারিক ও অনিয়মিত কর্মী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা;
  জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক (Informal) খাতের কাঠামো নিরূপণ এবং
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত জরিপের Sampling Frame প্রণয়ন করা।

অর্থনৈতিক শুমারির আইনগত ও নীতিগত ভিত্তি:

- Allocation of Business অনুযায়ী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনা করে থাকে;
- পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) অর্থনৈতিক শুমারি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে;
- পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত শুমারিকর্মীগণকে তথ্য সরবরাহ করা সকল নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অপরদিকে সরকার ব্যক্তিগত পর্যায়ের সকল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে নিশ্চয়তা প্রদান করছে;
- জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্রে (এনএসডিএস) অর্থনৈতিক শুমারি বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ স্ট্যাটিসটিক্যাল বিজনেস রেজিস্টার প্রণয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় শিল্পনীতি, ২০২২-এর অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শিল্পের মানোন্নয়ন করা। অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪-এর তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে দেশের শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এবং
- অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪ এর তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা, জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ, জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও সম্পদ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হতে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে শিল্প ও সেবা নির্ভর হয়ে উঠছে। ফলে অকৃষি খাতগুলো জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে অধিকতর অবদান রাখছে। জাতীয় অর্থনীতির এ উত্তরণলগ্নে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহ (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক) সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য। জাতিসংঘ প্রণীত আন্তর্জাতিক গাইডলাইন System of National Accounts (SNA-2008), International Standard of Industrial Classification (ISIC): Rev.4 এবং জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানা, কাঠামো, লিগ্যাল স্ট্যাটাস, কর্মকাণ্ডের ধরন, উৎপাদিত পণ্য বা সেবার ধরন, কর্মসংস্থান, স্থায়ী সম্পদের মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৩ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

উল্লেখ্য, ১ম জোনাল অপারেশনে শুমারি এলাকার ম্যাপিং এবং লিস্টিং কার্যক্রম আমরা সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। লিস্টিং কার্যক্রমে দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত সকল খানা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২য় জোনাল অপারেশনে শুমারি এলাকার ম্যাপিং চূড়ান্তকরণ, স্থায়ী শুমারি কমিটির সভা আয়োজন, আইটি সুপারভাইজার, সুপারভাইজার ও গণনাকারী নির্বাচনসহ অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ২য় জোনাল অপারেশনের পর এবং মূল শুমারির পূর্বে শুমারির প্রি-টেস্টিং ও পাইলট শুমারি পরিচালনা করা হয়েছে। মূল শুমারির কার্যক্রমে তালিকায় বিদ্যমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত সকল খানা, সকল প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি খামার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত অন্যান্য খানা (যেমন: মেস) এবং সকল প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরন, কাঠামো, লিগ্যাল স্ট্যাটাস, কমকাণ্ডের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ লক্ষ্যে মনিটরিং কর্মকর্তা- ১০০ জন, বিভাগীয় সমন্বয়কারী- ১৩ জন, জেলা শুমারি সমন্বয়কারী (ডিসিসি)- ১২৪ জন, উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী (ইউসিসি)- ৫২০ জন, জোনাল অফিসার- ২৫৬৪ জন, আইটি সুপারভাইজার- ২৬০০ জন, সুপারভাইজার- ১৯০০০ জন, গণনাকারী- ৯৫০০০ জন শুমারিকর্মী হিসেবে নিয়োজিত থাকবে।

শুমারি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে Geographic Information System (GIS) ও Geocode সমন্বয় করে ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত ট্যাবলেটসমূহে Mobile Device Management (MDM) সফটওয়্যার ব্যবহার করে কেন্দ্রীয়ভাবে ডিভাইসসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। মাঠ পর্যায় থকে সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল) এর সমৃদ্ধ ডেটা-সেন্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায় থেকে বিডিসিসিএল হয়ে বিবিএস সার্ভারে আসার পূর্ব পর্যন্ত সংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত encrypted অবস্থায় থাকবে; যার মাধ্যমে পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত করা হচ্ছে। শুমারির যাবতীয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা এবং মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম Integrated Census Management System (ICMS) এর মাধ্যমে মনিটর করা সহজ হবে। সর্বোপরি, আধুনিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সহজতর এবং স্বল্পতম সময়ে শুমারির প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

শুমারির তথ্য-উপাত্তের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে সংশিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ০৩ ধাপে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১ম ধাপে মাস্টার ট্রেইনারগণের (বিভাগীয় ও জেলা শুমারি সমন্বয়কারী) প্রশিক্ষণ বিবিএস সদর দপ্তরে; ২য় ধাপে উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী, জোনাল অফিসারগণ ও আইটি সুপারভাইজারগণের প্রশিক্ষণ জেলা পর্যায়ে এবং ৩য় ধাপে গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪-এ দেশের সকল জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচারের অংশ হিসেবে শুমারি চলাকালীন টিভি স্ক্রলিং শুমারি বার্তা, TVC (Television Commercial), RDC (Radio Commercial), Animation Film (Character & Infographics based), TV PSA (Public Service Announcement), Theme song, Facebook, You Tube, Online Paper এ বিজ্ঞাপন প্রচার, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার এবং ক্রোড়পত্র, ডকুড্রামা, প্রামাণ্য চিত্র, টকশো ইত্যাদি টেলিভিশন ও বেতারে সম্প্রচারের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে। র‍্যালি, মাইকিং, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে জনসাধারণকে তথ্য প্রদানে উৎসাহিত করার নিমিত্ত ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

শুমারি একটি জাতীয় গরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সকলকে এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।